দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 4 .. 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

76

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি প্রসঙ্গে

শতকরা ৬০ জন মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। চাকুরীতে বদলি প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত একটি বিধি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাতে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ৯-১১-৯৬ তারিখের প্রাগবি/প্রশা ৪/২এ-১৭/৮৪/৮৯৬ নম্বর স্মারকে বলা হইয়াছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষিকাগণ চাকুরী জীবনে একবার মাত্র বদলি হইতে পারিবেন। এবং বদলির আবেদনের সহিত বিবাহের কাবিননামা ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভার চেয়ারম্যানের সনদপত্র প্রয়োজন হইবে।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মহিলা বিষয়ক বিভাগের ১-২-৭৭ তারিখের মবি-৯৫/৭৭/১৪৭ (৩৯) এবং ১৪-৫-৭৭ তারিখের মবি/২-৫৮-৭৭-১০০ (৩৯) নম্বর স্মারকপত্রে কর্মরত মহিলা কর্মচারীকে তাঁহার স্বামীর কর্মস্থলে বদলি করার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আদেশটি তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মহিলা বিষয়ক বিভাগের আদেশটির সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী। শতকরা ৬০ জন মহিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরীতে তাঁহাদের জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োগপত্র পাইয়াছে। কিন্তু ঐ পরস্পর বিরোধী আদেশের ফলে তাঁহারা আর বদলি হইতে পারিতেছে না। বিশেষ করিয়া নিরাপত্তার অভাবে অবিবাহিত মহিলারা চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। অপর পক্ষে বিবাহিতরাও স্বামীর সহিত বদলি হইতে পারিতেছেন না। ফলে, চাকুরীর সায়াহ্নে আসিয়া অনেককেই চাকুরী ছাড়িতে হইতেছে। আর তার পরস্পর বিরোধী আদেশটির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মুহাম্মদ আবদুস সোবহান,
প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি
হাইস্কুল, ঢাকা-১২০৫।